



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 575 - 584

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

শিশুমনের আয়নায় মানবতা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কিশোর- কবিতায় প্রকৃতি, স্মৃতি ও সময়চেতনা

ইয়াসমিন প্রামানিক

স্যাঙ্কট - II, বাংলা বিভাগ

পাণ্ডবেশ্বর কলেজ, পশ্চিম বর্ধমান

Email ID: Yeasminpramanick85@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,
শিশুমন, প্রকৃতি ও
স্মৃতি, সময়চেতনা,
নৈতিকতা,
মানবিকতা, আত্মমুক্তি,
সংগ্রাম-দর্শন, বাংলা
কিশোর-কবিতা।

Abstract

Nirendranath Chakraborty's poetry for adolescents is not a mere re-narration of the simple experiences of childhood; rather, it transforms the deeper realities of human lifetime, history and the contemporary moment, social crises, memory, morality, and human consciousness - into an integrated artistic vision. In his poems, nature is not only a visible backdrop; it becomes a silent metaphor of memory, time, childhood, and self-identity, where the seeds of human awareness are sown within the very texture of juvenile experience.

An analysis of poems such as *Khukur Janya* (For Khuku), *Nijer Bari* (One's Own Home), *Cholonto Trener Theke* (From a Moving Train), *Brishtir Por* (After the Rain), and *Sahodara* (Siblings) reveals how values like restraint, self-liberation, responsibility, familial empathy, solitude, and human suffering are artistically embedded within the realm of the child's mind. Focusing on close readings of selected adolescent poems, this research paper seeks to explore Chakraborty's poetic vision of childhood, nature, memory, temporal consciousness, and humanistic ethics.

Discussion

ভূমিকা : বাংলা আধুনিক কবিতার পরিসরে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এমন এক বিশিষ্ট কণ্ঠ, যিনি কেবল প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের আবেগ-অভিজ্ঞতাকে নয়, বরং শিশু-কিশোরদের কল্পনাপ্রবণ ভুবনকেও মানবিকতা, নৈতিকতা ও সময়চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর শিশু-কবিতাগুলো কেবল বিনোদনমূলক কল্পলোক নির্মাণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং শিশুমনের সহজাত সরলতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের গভীরতর প্রশ্ন, আত্মজিজ্ঞাসা, সংগ্রাম-দর্শন এবং সামাজিক সজাগতার এক অন্তর্লোক উন্মোচন করে। প্রকৃতি, স্মৃতি, সময়, স্বভূমি, পারিবারিক মমতা, আত্মসংযম ও সহমর্মিতা— এসব নিহিত জীবন-মানসের স্তর নীরেন্দ্রনাথের কাব্যে শিশুমনের কোমল আবেগের ভেতরেই শিল্পিত ও সূক্ষ্মভাবে প্রতিফলিত; এবং সেই কারণেই তাঁর কিশোর-কবিতা একদিকে নন্দন-বোধের রসায়ন, অন্যদিকে মানস-গঠনের শিক্ষাক্ষেত্র।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা কবিতার ভূবনে যাঁরা নিজস্ব স্বর, শিল্পিত ভঙ্গি ও সাহিত্যিক মর্যাদার বুননে অবিচল অবস্থান নির্মাণ করেছেন— নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁদের অগ্রগণ্য। প্রায় সাত দশকজুড়ে তাঁর কবিতা ও গদ্যচর্চা বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৯৭৪ সালে ‘উলঙ্গ রাজা’ কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ছাড়াও তারাশঙ্কর স্মৃতি, আনন্দশিরোমণি প্রভৃতি সম্মাননায় ভূষিত তিনি দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত থেকে সাহিত্যধারাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন; এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. উপাধিতে সম্মানিত করে। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ — ‘অন্ধকার বারান্দা’, ‘আজ সকালে’, ‘আর রঙ’, ‘কলকাতার যীশু’, ‘ঘুমিয়ে পড়ার আগে’, ‘পাগলা ঘন্টি’, ‘নীরঞ্জ করবী’, ‘সময় বড় কম’, ‘খোলা মুঠি’ ইত্যাদি বাংলা কাব্য-চেতনায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। পাশাপাশি উপন্যাস ‘পিতৃপুরুষ’ ও আত্মজীবনী ‘নীরবিন্দু’ পাঠকসমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

শিশু-কিশোর কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ প্রকৃতিবেষ্টিত জীবন, ঠাকুরমার স্নেহ-আশ্রয়, চান্দ্রা গ্রামের নদী-গাছ-মাটি-লোকগানের আবহ — এসব শৈশবস্মৃতি তাঁর কিশোর-কবিতায় প্রাণের দ্যোতনা এনে দেয়। প্রকৃতি তাঁর কাছে কেবল দৃশ্যমান ভূদৃশ্য নয়—তা স্মৃতি, আত্মপরিচয়, সময়-সমকাল ও ভাবনার প্রসারমান দিগন্ত। নীরেন্দ্রনাথ তাই শিশু-কিশোরদের কল্পলোকের বাহনেই মানবজীবনের বৃহত্তর সত্যে আনন্দের পাশাপাশি আত্মজিজ্ঞাসা, উপলব্ধি ও মানবিক সহমর্মিতায়—প্রবেশ করিয়ে দেন। তাঁর নির্বাচিত কবিতাসমূহের পাঠ-বিশ্লেষণ আমাদের দেখায় — ছোটদের ঘিরে থাকা আবহই ভবিষ্যতের বৃহত্তর মানব-চেতনাকে নির্মাণের বীজতলা; এবং নীরেন্দ্রনাথ সেখানে এক দূরদর্শী কবি, যিনি শিশুমনকে শুধু স্বপ্নশিল্পে নয়, মানুষ-হওয়ার পথের প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনায় আনেন।

এই গবেষণা-প্রবন্ধে তাঁর নির্বাচিত কিশোর-কবিতার আলোকে স্মৃতি, নৈতিকতা, সময়-চেতনা, প্রকৃতিচেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের কাব্য প্রতিফলনকে অনুসন্ধান করা হবে; এবং শিশুমন-পরিসরে গড়ে ওঠা এই নন্দন-নৈতিক দৃষ্টির কাব্য-গঠন কীভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে - তাও আলোচনার প্রত্যয় বহন করবে।

শৈশব, প্রকৃতি ও কিশোর-মনস্তত্ত্বের শিল্পরূপ : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাব্যজগতে শিশু ও কিশোরের অভিজ্ঞতা কেবল সরল আনন্দের অবকাশ নয়; বরং তা হয়ে ওঠে মানবজীবনের গভীরতর উপলব্ধির এক প্রতীকী প্রবেশদ্বার। তাঁর কবিতায় শিশুমন প্রকৃতি, স্মৃতি ও সময়-সচেতন চেতনার সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যে, ছোটদের চোখ দিয়ে দেখলেও সেখানে বড় জীবনের বহুস্তরীয় সত্য প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। তিনি কেবল শিশুসাহিত্যকে রম্য কল্পলোকের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং তাকে যুক্ত করেছেন পরিণত চিন্তার অন্তর্গত দিগন্তের সঙ্গে।

শৈশবের গ্রামীণ পরিসর— নদী, ক্ষেত-খামার, গাছ, বাতাস, কচি পাতা ও আলো-ছায়ার যে অবিরাম খেলায় কবির চেতনা পাঠ নেয়, তা তাঁর ছোটদের জন্য লেখা কবিতাগুলিকে দিয়েছে স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান। গ্রাম জীবনের সহজ স্বাধীনতা, নিসর্গের সঙ্গে মুখোমুখি সংলাপ, এবং লোকসাংস্কৃতিক ঐক্যের যে গভীর স্মৃতি তিনি বয়ে এনেছেন—সেইসবই তাঁর কিশোর-কবিতায় অন্দরমহলের তীব্র মানবিকতা হয়ে পুনর্বিজ্ঞিত হয়েছে। ফলে, কিশোর-পাঠক শুধু আনন্দে ভেসে যায় না; বরং ধীরে ধীরে মানবজীবনের বৃহত্তর চেতনাভূবনের শরিক হয়ে ওঠে।

তাঁর কবিতার আবহ যেন এক দ্বিমাত্রিক অনুভব-ক্ষুদ্রতার ভেতর লুকিয়ে থাকা বিশালতা, শিশুমনের কোমল পরিধির মধ্যেই পরিণত বোধের অন্তরাধার। কিশোররা যখন তাঁর কবিতা পড়ে, তখন তারা কেবল প্রকৃতিকে দেখে না— বরং সেই প্রকৃতির অন্তরালে চলমান সময়, স্মৃতি, নিঃসঙ্গতা, প্রত্যাবর্তন ও স্বপ্নের গূঢ় অনুরণনও অনুভব করে।

এ কারণেই নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কিশোর-কাব্যসৃষ্টি কেবল ‘শিশু-কবিতা’ নয়; তা হয়ে ওঠে এক মানবতামূলক জীবনদর্শনের শিল্পিত রূপ, যেখানে ছোটদের ভাববৃত্তি পরিণত ভবিষ্যতের মানসিক ও নৈতিক গঠনের মৌল ভিত্তি হিসেবে প্রতিফলিত হয়।

প্রকৃতি, সময় ও শিশুমনের অন্তর্লোক — নির্বাচিত কবিতার আলোচনায়

১. ‘সোনালি বৃত্ত’ : গতি, আলোক ও শৈশব-স্বপ্নের অর্থদ্যোতনা : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ‘অন্ধকার বারান্দা’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সোনালি বৃত্ত’ কবিতাটি শৈশব-অভিজ্ঞতায় সময়, প্রকৃতি ও স্বপ্নবোধের কাব্যিক সংঘটনকে অনন্য শিল্পে রূপ দিয়েছে। নদী, পাখি, কচি পাতার দোলন ও আলোর বৃত্ত—এই সমস্ত উপাদান একত্রে জীবনের অবিরাম গতিশীলতা ও সময়-প্রবাহকে রূপকভাবে নির্দেশ করে। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার ক্রমপরিবর্তন এখানে শুধু দিনযাপনের চক্র নয়—বরং শিশুমনের বিস্ময়, অস্থিরতা এবং ক্ষণিক প্রত্যাবর্তনের আকাজক্ষাকেও ধারণ করে। কবিতাংশ—

“একটুখানি কাছে এসেই দূরে যায়
নোয়ানো এই ডালের পারে
একটু বসেই উড়ে যায়।
এই তো আমার বিকেলবেলার পাখি।”^১

এই পাখি কেবল এক দৃশ্যমান প্রকৃতি-উপাদান নয়; বরং সময়ের সজীব প্রতীক। তার ‘কাছে এসে দূরে যাওয়ার’ চক্র—শৈশব-অভিজ্ঞতার ক্ষণভঙ্গুরতা ও স্মৃতির পুনরাবর্তনের অনুভূতিকে উন্মোচন করে। নদীর মতো যা কখনো হারিয়ে যায় আবার ফিরে আসে—তেমনি শৈশবও স্মৃতির নীরব আলোয় বারবার প্রকাশিত হয়। ফলে প্রকৃতি এখানে দৃশ্যজগতের বর্ণনা নয়, বরং শিশুমনের অভ্যন্তরীণ জিজ্ঞাসা, বিস্ময় ও অস্তিত্ববোধের প্রথম কাব্য-পাঠ।

এই কবিতার আলোচনাই আমাদের প্রস্তুত করে পরবর্তী কবিতাগুলোর গভীরতর পাঠের জন্য, যেখানে প্রকৃতি আরও বিভিন্ন রূপে শিশু-মন ও মানব-চেতনার যাত্রাপথকে উন্মোচিত করে।

২. ‘সাক্ষ্য তামাশা’ : রোমান্টিক মোহের অন্তরালে বাস্তবতার ব্যঙ্গরূপ : একই কাব্যগ্রন্থের ‘সাক্ষ্য তামাশা’ কবিতায় সূর্যাস্তকে কবি শুধু একটি নান্দনিক দৃশ্য হিসেবে দেখেন না বরং তার চারপাশে গড়ে ওঠা মানবিক আবেগের অতিরঞ্জিত রোমান্টিকতাকে ব্যঙ্গরসের স্বরে উন্মোচন করেন। কবির ভাষায়—

“হারে হারে হারে দ্যাখো হারে
কী জমাট সাক্ষ্য তামাশায়
আকাশের পশ্চিম দুয়ারে
সূর্য তার ডুগডুগি বাজায়।”^২

এখানে সূর্যাস্ত যেন এক প্রলম্বিত নাট্যমঞ্চ— যেখানে মানুষ আবেগ ও কল্পনার বর্ণিল মোহে মাতোয়ারা হয়ে পড়ে, অথচ প্রকৃতি নির্বিকার। কবি ছোটদের মননে পৌঁছে দেন এই বোধ— প্রতিটি দৃশ্য কেবল রোমান্টিক আবেশে নয়, বাস্তবের অন্তর্গত জ্ঞানেও দেখা প্রয়োজন।

সন্ধ্যা-রূপের আবেগময় মোহ ভেদ করে তিনি শিশু-পাঠককে শিক্ষা দেন সচেতন দৃষ্টি ও আত্মসমালোচনার অনুশীলন—এ যেন শৈশব থেকেই বোধের দীপ্তি জ্বালিয়ে তোলার প্রয়াস।

৩. ‘মাঠের সন্ধ্যা’ : অন্ধকার, রহস্য ও হারানোর স্মৃতিস্বর : এ কাব্যগ্রন্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা ‘মাঠের সন্ধ্যা’, যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হারিয়ে ফেলা সময়ের নিঃশব্দ বেদনা। সন্ধ্যার আবহে নদী, তারা ও পাখিকে কবি বলেন — রহস্যময়। তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় এক মৃদু সংবেদন—

“ও নদীও রহস্যময় নদী
অন্ধকারে হারিয়ে যাসনে...”^৩

এখানে প্রকৃতি কোনো বাহ্যিক রূপ নয়— সে সময়, স্মৃতি ও অস্তিত্বের অন্তর্লেক্ষা বহন করে। অন্ধকার শুধু রাতের প্রতীক নয়— এ যেন মানুষের ভেতরে জমে থাকা হারানো অতীতের নীরব সঞ্চয়।

কিশোর পাঠকের মন তাই এই কবিতায় শিখে— দুঃখ, হারানো ও স্মৃতি—এসবও মানবজীবনের স্বাভাবিক মানসিক অংশ, যা অনুভব করতে জানলেই অভিজ্ঞতা হয় গভীরতর। এই তিনটি কবিতার আলোচনাতে স্পষ্ট হয়—

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শিশু-কিশোর পাঠকের কাছে প্রকৃতিকে কেবল দৃশ্যরূপে উপস্থাপন করেননি; বরং তাকে বানিয়েছেন মানবচেতনার অন্তর্দর্শনের দরজা। প্রকৃতি, সময় ও স্মৃতি—এই ত্রয়ী মিলে তাঁর কিশোরকবিতাকে উত্তীর্ণ করেছে দর্শনশীল শিল্প-রসায়নে।

চলমান পৃথিবী, আত্মপরিচয় ও প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা

৪. ‘জুনের দুপুর’ : দৃশ্যের ভাঙচুর, বাস্তব-অবাস্তবের দ্বিমাত্রিকতা : ‘অন্ধকার বারান্দা’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘জুনের দুপুর’ কবিতায় কবি পৃথিবীকে দেখেন আকাশ থেকে উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে। উপরের উচ্চতা যেন বাস্তব জগতকে পরিণত করে ফেলে ছায়া ও রেখার জ্যামিতিক বিন্যাসে। তাঁর ভাষ্য—

“উপর থেকে নীচে তাকাও
দ্যাখো ছায়াছবির মতোই
হঠাৎ চোখের সামনে থেকে
এরোড্রামটা দৌড়ে পালায়...”^৪

এখানে পৃথিবী যেন দৃশ্যের অসংখ্য খণ্ডাংশ, যা একসময় মিলেমিশে গড়ে তোলে এক বিশাল শূন্যতার অনুভব। কবি প্রকৃতিকে শুধুই দেখেন না— তিনি দেখার প্রক্রিয়াকেই বিশ্লেষণ করেন।

এভাবে তৈরি হয় এক দ্বৈত বিপরীত কাঠামো— একদিকে দৃশ্যমান প্রকৃতি এবং অন্যদিকে মানুষের নির্মিত রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক সংকট। শেষাংশে যখন তিনি উল্লেখ করেন যুদ্ধজর্জর মানবসভ্যতার করুণ বাস্তবতা, তখন স্পষ্ট হয়—প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে মানবহিংসার নির্মম ইতিহাস। কিশোর পাঠকের চোখে এই কবিতা তাই পরিচয় করায় এক প্রশ্নমুখী বোধ—পৃথিবী শুধু দেখা যায় না — তাকে বোঝাও প্রয়োজন।

৫. ‘নিজের বাড়ি’ : স্বভূমি, আত্মপরিচয় ও নীরব আবেগের মায়াবলয় : একই গ্রন্থের ‘নিজের বাড়ি’ কবিতায় কবি আত্মপরিচয়ের গভীর অনুভূতিকে গঁথে দেন স্বভূমির স্মৃতিলগ্ন টানে। বাড়ি এখানে শুধু বসতভিটে নয় — এটি হয়ে ওঠে অন্তরের আশ্রয়, নিরাপত্তা ও সন্তার আকর। কবির স্বীকারোক্তি—

“ভাবতে ভাল লেগেছিল
ঘরই শান্ত উঠোনই খেত
ওই মস্ত খামার—সবই আমার।”^৫

এখানে ‘আমার’ শব্দে নেই কোনো আত্মকেন্দ্রিক মালিকানাবোধ; বরং রয়েছে ভালোবাসা, দায়িত্ব ও অন্তর্গত সম্পর্কের কোমল আবেশ। কবি যে গ্রাম-ভূগোলের কথা বলেন, তার ভেতরে রয়েছে — Childhood nostalgia, স্মৃতিতে প্রত্যাবর্তনের গোপন আকাঙ্ক্ষা ও হারাতে থাকা আপন পৃথিবীর আহ্বান। শেষাংশে ফিরে আসার যে ইঙ্গিত—

“ফিরে এসে আবার যেন দেখতে পাই
অন্ধকারে নদী বয়...”^৬

এ যেন বহুদূর পেরিয়ে যাওয়া জীবন থেকে স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের অন্তর্গত আকৃতি। কিশোর পাঠক এখানে শেখে—নিজের মাটি, নিজের শেকড়— মানুষের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৬. ‘চলন্ত ট্রেনের থেকে’ : চলমান দৃশ্যরেখায় জীবনের গতি ও প্রেরণা : ‘চলন্ত ট্রেনের থেকে’ কবিতায় বাইরে ছুটে থাকা পৃথিবী যেন রূপ নেয় এক চলচ্চিত্রিত দৃশ্যরোলের মতো মাঠ, গাছ, পুকুর, জনপদ— সবকিছুই ছুটে যায় চোখের সামনে। কবি বলেন —

“চলন্ত ট্রেনের থেকে
ধুধু মাঠ ঘিরে বাড়ি এবং গাছপালা...”^৭

এখানে চলমান দৃশ্যের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেন জীবনের কর্মোচ্ছ্বাস, আনন্দ ও স্থিতির বোধ। তাঁর উপলব্ধি যতটুকু পাওয়া যায়, জীবন তার মধ্যেই খুঁজে নেয় তৃপ্তি ও পূর্ণতা। এই দর্শন কিশোরদের শিখিয়ে দেয়— অতিরিক্ত লোভ নয়, বর্তমানেই আনন্দের সন্ধান এবং শ্রম, প্রচেষ্টা ও জীবনযাপনকে আপন করে নেওয়া। ট্রেনের জানালায় এসে দাঁড়ানো পৃথিবী যেন বলে—জীবনও এক চলমান ট্রেন—তার পথে যাত্রাই আসল অভিজ্ঞতা।

এই তিনটি কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— প্রকৃতিকে করেছেন দর্শনের আয়না, ভ্রমণ ও চলাচলের মধ্য দিয়ে সময়চেতনা উন্মোচন করেছেন আর কিশোরমনে স্থাপন করেছেন স্বভূমি, দায়বোধ ও মানবিক সংবেদনশীলতার গভীর শিক্ষা।

ক্ষুদ্র চাহিদা, স্মৃতির আত্মকথন ও প্রকৃতির দৃশ্যসংলাপ

৭. ‘খুকুর জন্য’ : সংযম, স্বল্প-চাহিদা ও স্নেহবোধের মানবিক শিক্ষা : ‘আজ সকালে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘খুকুর জন্য’ কবিতায় শিশুমন যে সামান্য আবেদনের মধ্যেও পরিপূর্ণ আনন্দ খুঁজে পায়— কবি সেই সত্যকে অত্যন্ত কোমল ও অনাড়ম্বর ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। ছোট্ট সুখের প্রতি নিবিড় যত্ন এখানে হয়ে ওঠে জীবনের বৃহত্তর নৈতিকতার অনুষ্ণু। কবির বয়ানে —

“খুকুর দ্বারে একটা জানলা চাই
বাইরে একটা মাঠ।
উঠোনে একটিমাত্র কাঠগোলাপের চারা
আন্তেসুস্থে বড় হোক
কিছু নেই তাড়া।”^৮

স্বল্প চাহিদার এই স্নেহময় পৃথিবী আসলে অতিভোগী সমাজ-মানসের বিপরীতে এক নীরব প্রতিবাদ। কবি বোঝাতে চান— মানুষের সত্যিকারের সৌন্দর্য পরিমিত ইচ্ছা ও সংযমী জীবনে বিকশিত হয়। কিশোর পাঠকের কাছে এই কবিতা তাই হয়ে ওঠে শিক্ষামূলক, মানবিক ও আত্মশাসনের মূল্যবোধে উজ্জ্বল।

৮. ‘অঞ্জলিতে ছেলেবেলা’ : স্মৃতি, সময় ও আত্মানুভূতির অন্তঃপ্রকাশ : ‘খোলা মুঠি’ কাব্যগ্রন্থের ‘অঞ্জলিতে ছেলেবেলা’ কবিতায় কবি স্মৃতিকে দেখেছেন জলের তরল প্রতিমূর্তির মতো - যেখানে শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য এক অদৃশ্য সময়রেখায় ধীরে ধীরে মিলেমিশে যায়। কবির স্বীকারোক্তি—

“এই তো আমার অঞ্জলিতেই
মস্ত পুকুর — কেউ আচমকা
ছুঁড়লে ঢেলা
দেখতে থাকি কেমন করে
প্রকাশ্য হয় খুব নগণ্য ছেলেবেলা।”^৯

এখানে অঞ্জলি কেবল প্রতীক নয়— এটি স্মৃতির এক পবিত্র ভান্ডার, যেখানে জীবনের প্রতিটি স্তর ফিরে আসে নীরব আত্মকথার মতো। কবি কিশোরীর দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখিয়েছেন— যে বয়স এখনো ছেলেবেলাকে বুঝতে শেখেনি, তার কাছে স্মৃতি একদিন ফিরে আসবে বোধের আলোক রেখা হয়ে।

এই কবিতা কিশোরমনে জাগিয়ে তোলে - সময়ের গভীরতা, অস্তিত্বের পরিণত উপলব্ধি ও জীবনের প্রতি অন্তর্লীন সম্মানবোধ। এ যেন স্মৃতি-সম্বন্ধীয় কাব্যিক দর্শনের এক অনুপম রূপায়ণ।

৯. ‘চিত্রমালা’ : প্রকৃতির রঙ, ভ্রমণ ও দৃশ্যমান অনুভূতির কল্পলব্ধ শিল্পরূপ : ‘ঘরদুয়ার’ কাব্যগ্রন্থের ‘চিত্রমালা’ কবিতায় প্রকৃতি যেন প্রকাশ পায় একটি চিত্রশৈলীসম দৃশ্যকল্পে — যেখানে মেঘ, পাহাড়, নদী ও অরণ্য ক্রমে রূপ নেয় জীবন্ত ক্যানভাসে। কবির ভাষায়—

“গাঢ় নীল মেঘের এলো খোঁপাটাকে
খুলে ফেলতেই
নীচের মাটিতে
লাফিয়ে নামল নদী।”^{১০}

এই রূপকল্প প্রকৃতিকে করে তোলে চোখের সামনে ভেসে ওঠা চিত্ররচনা— যেন বাস্তব আর কল্পনার সীমানা একাকার হয়ে যায়। কবি প্রকৃতিকে শুধু দর্শন করেন না— তিনি তাকে চিত্রায়িত করেন, প্রাণবন্ত করে তোলেন। কিশোর পাঠকের জন্য এই কবিতা একটি দেখা-শেখার অভিজ্ঞতা, যেখানে ভ্রমণ শুধু স্থানান্তর নয়—তা হয়ে ওঠে অনুভবের বিস্তার ও কল্পনার উন্মেষ।

এই তিনটি কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছোট আকাঙ্ক্ষার ভেতরে মানবিক মহত্ত্বের শিক্ষা দিয়েছেন। স্মৃতি ও সময়কে কাব্যিক দর্শনে রূপান্তরিত করেছেন। আর প্রকৃতিকে গড়ে তুলেছেন দৃশ্যমান শিল্প-ভাষার সক্রিয় চরিত্রে কিশোরের বোধ তাই এসব কবিতায় শুধু আনন্দ নয় বরং আত্মজিজ্ঞাসা, সংযম, স্মৃতিচেতনা ও কল্পনার প্রশস্ততা অর্জন করে।

স্বাধীন চিন্তা, সামাজিক চেতনা ও মানবমুক্তির কাব্যদৃষ্টি

১০. ‘ভরদুপুরে’ : নিস্তরঙ্গ মধ্যাহ্নে আশ্চর্য প্রাণবোধের উন্মেষ : ‘আর রঙ’ কাব্যগ্রন্থের ‘ভরদুপুরে’ কবিতায় তপ্ত, নিঃশ্বাসরুদ্ধ দুপুরকে কবি দেখিয়েছেন নতুন এক জীবনীশক্তির আশ্রয়স্থল হিসেবে। সাধারণত যে মধ্যাহ্ন আমাদের কাছে স্থবির ও একঘেয়ে— নীরেন্দ্রনাথ সেই নির্জীব সময়ের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন হাসি, উচ্ছ্বাস ও অন্তর্গত আনন্দের সম্ভাবনা। তিনি যেন কিশোরদের উদ্দেশে আহ্বান জানান—

“এই তোরা সব চুপ কেন রে
চায় না হাসিঠাট্টা করে
পথের কষ্ট খানিক ভুলি...”^{১১}

এখানে হাসি কেবল বিনোদন নয়— এটি মানসিক শক্তি ও বেঁচে থাকার স্বীকৃতি। গুমোট আবহের বুক চিরে সাদা পায়রার উড্ডয়ন যেন প্রতীকি সহযোগিতায় জানিয়ে দেয় - জীবনের প্রতিকূল সময়েও আনন্দ ও আশার আলো নিভে যায় না। কিশোর-মানসে এই কবিতা জাগিয়ে তোলে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও ইতিবাচকতার চেতনাবীজ।

১১. ‘পাখি’ : খাঁচা-মুক্তির দ্বন্দ্ব ও আত্মমুক্তির গভীর অনুবীক্ষণ : ‘কবিতার বদলে কবিতা’ কাব্যগ্রন্থের ‘পাখি’ কবিতায় খাঁচাবদ্ধ পাখি ও মুক্ত পাখির তুলনার মধ্য দিয়ে কবি রূপকভাষায় উন্মোচন করেছেন মানুষের আত্মমুক্তি-সংক্রান্ত প্রশ্ন। তাঁর ভাষায়—

“ও পাখি তুই কেমন আছিস...
শূন্যে যখন মন্ত্রপড়া অস্ত্র হানে
তখন তোমরা ভালই জানো
কাশতাকে লোপাট করা
দারুণ দুর্বিপাকে পাখি কেমন থাকে।”^{১২}

এই জিজ্ঞাসা শুধু পাখিকে নয়— এটি মানুষের প্রতিই এক অন্তর্গত প্রশ্ন—আমরাও কি কোনো অদৃশ্য খাঁচায় বন্দী নই?
কবিতা প্রকাশ করে দুই বিপরীত সত্য— বাহ্যিক স্বাধীনতা এবং অন্তরের মুক্তি মুক্ত পাখিও তার আকাশকে বশে
আনতে চায়—মানুষও তেমনই নিজের সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের সংস্পর্শ খোঁজে। শেষে কবি আত্মপ্রত্যয়ের স্বর
ঘোষণা করেন—

“সত্যি অর্থে বাঁচার বিঘ্ন ঘটায়
তৈরি হয়নি এমন কোনো খাঁচা...”^{১৩}

এখানে চিন্তের মুক্তিই হয়ে ওঠে মানুষের সর্বোচ্চ স্বাধীনতার পথরেখা।

১২. ‘এশিয়া’ : ইতিহাস, সংগ্রাম ও জনগণের জাগরণের কণ্ঠস্বর : ‘নীলনির্জন’ কাব্যগ্রন্থের ‘এশিয়া’ কবিতায় কবি কেবল
ভূগোল নয়— তিনি উচ্চারণ করেন সভ্যতা, ইতিহাস ও প্রতিরোধ—চেতনাকে। দুর্বিনীত শাসন, নিপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে
জনতার অবিচল অভিযাত্রা এখানে এক মহাকাব্যিক শক্তি নিয়ে আবির্ভূত। কবির আহ্বান—

“হে এশিয়া রাত্রিশেষ,
‘অপমান শয্যা’ ছাড়—
উজ্জীবিত হও...”^{১৪}

এখানে এশিয়া যেন রক্তমাংসের স্বদেশ নয়— সে এক মানবসম্মানের সমষ্টিগত প্রতীক। কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশে
এই কবিতা শেখায়—অবদমন নয়, প্রতিবাদ; ভীরুতা নয়, সাহস এবং পরাধীনতা নয়, আত্মমর্যাদা। এ কবিতায় জাগ্রত হয়
স্বাধীন চেতনার বিশ্বমানবিক স্বর।

১৩. ‘অমর্ত্য গান’ : সাধারণ জীবনের মধ্যে অসাধারণ মানবতার স্বরলিপি : একই কাব্যগ্রন্থের ‘অমর্ত্য গান’ কবিতায় কবি
বলেন— মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে সাধারণ জীবনের ছোট ভালোবাসা, ছোট আশা ও ক্ষুদ্র স্নেহের ভেতরেই। তিনি উচ্চারণ
করেন—

“সাধারণ তুমি সাধারণ
তাই ছোট আশা-ভালবাসা—
তাই দিয়ে ছোট হৃদয় ভরাও...”^{১৫}

এই কবিতায় কবি ছোটদের সতর্ক করেন অসাধারণ হওয়ার অহংকারময় প্রলোভনের বিরুদ্ধে। তিনি শেখান—মানবজীবনের
সত্য সৌন্দর্য, বেঁচে থাকার গভীর অর্থ, ভাগাভাগি করা ভালোবাসার নির্মলতা। এখানে ‘অমর্ত্য গান’ আসলে মানবতার
শাস্ত্র নৈতিক সঙ্গীত— যা কিশোর-মানসে জাগিয়ে তোলে সহানুভূতি, বিনয় ও মানবিক ঐক্যের চেতনা।

এই অংশে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী - মুক্তচেতনা ও আত্মসংগ্রামের বোধ জাগিয়েছেন। সাধারণ জীবনের মধ্যেই
মহত্ত্বের নৈতিকতা খুঁজে পেয়েছেন। সামাজিক ও মানবিক চেতনার কাব্যিক অভিঘাতকে শিশু-কিশোর আবহে মৃদু অথচ
গভীর শক্তিতে পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবেই তাঁর কিশোর-কবিতা শুধু রূপকল্প নয়— বরং হয়ে ওঠে জীবনদর্শনের পরিণত
বিদ্যালয়। স্মৃতি, মানব-সহমর্মিতা ও সময়ের অন্তর্গত যন্ত্রণার কাব্যরূপ।

১৪. ‘বৃষ্টির পর’ : যুদ্ধ-বিভীষিকা ও মানুষহীন পৃথিবীর বিষম প্রতীক : ‘চল্লিশের দিনগুলি’ কাব্যগ্রন্থের ‘বৃষ্টির পর’ কবিতায় কবি এক বৃষ্টিমাত সন্ধ্যার অবসন্ন আবহের মধ্যে তুলে ধরেন যুদ্ধোত্তর মানবসভ্যতার এক নিঃসঙ্গ ও ক্ষত-বিদ্ধ পৃথিবী। এখানে রেলিং-ঘেরা আলো-অন্ধকারের ছায়াছবি যেন হয়ে ওঠে বাস্তবের সময়ের চিত্রকাব্য। কবির ভাষায়—

“ছবিটা তবু পূর্ণ নয়—
অনেক ছিল বাকি,
পৃথিবী থেকে আকাশে তাই
উড়াল দেয় পাখি।”^{১৬}

চেনা পৃথিবী যখন অপরিচিত হয়ে ওঠে, মানুষের বাসস্থান হারিয়ে যায় ইতিহাসের ঝড়ো সময়ের তীব্র আঘাতে তখন পাখির চোখে পৃথিবী হয়ে ওঠে বেদনার নীরব দর্শন। গ্রাম-শহরের বৈপরীত্য, বাস্তবচ্যুতি ও অনামা শোকের আকুতি এখানে কিশোর পাঠকের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে সহমর্মিতা, ইতিহাসবোধ ও মানবিক উপলব্ধির গভীর প্রশ্ন। রামধনুময় আকাশেও পাখির একাকিত্ব— এ যেন মানুষের অন্তর্লীন নিঃসঙ্গতারই এক কাব্যিক প্রতিবিম্ব।

১৫. ‘আবহমান’ : ফিরে পাওয়া স্মৃতি, মাটি ও শেকড়ের অনন্ত টান : ‘অন্ধকার বারান্দা’ কাব্যগ্রন্থের ‘আবহমান’ কবিতায় কবি প্রকৃতির ক্ষুদ্র উপাদানকে— একটি ছোট ফুল, লাউমাচা, বাড়ির উঠান—রূপান্তরিত করেছেন চিরন্তন স্মৃতি ও প্রত্যাবর্তনের প্রতীকে। তাঁর বয়ানে—

“কেউ এইখানে হারিয়ে গিয়েও
আবার ফিরে আসে—
মাটিকে এই, হাওয়াকে আবার ভালবাসে...”^{১৭}

এখানে গ্রামবাড়ি কেবল ভৌগোলিক পরিসর নয়— এটি এক অন্তর্মুখী আবেগ-পরিসর, যেখানে ফিরে আসে হারানো সময়, হারানো মানুষ, হারানো ভালোবাসা। বারবার ফিরে আসার এই অনুভূতি স্বভূমি, স্মৃতি ও আত্মপরিচয়ের গভীর বন্ধনকে উন্মোচিত করে। কিশোর পাঠকের কাছে এটি হয়ে ওঠে— নিজের সংস্কৃতি, অতীত ও উত্তরাধিকারের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের শিক্ষা।

১৬. ‘সহোদরা’ : ভাইয়ের নিঃশব্দ স্নেহ ও রক্ষামূলক মমতার কাব্যিক প্রতিমা : একই কাব্যগ্রন্থের ‘সহোদরা’ কবিতায় ভাইয়ের কর্তৃক ধনিত হয় নীরব আত্মত্যাগ ও নির্ভেজাল স্নেহের সংবেদন। ভাই নিজের দুঃখ, যন্ত্রণা ও দীর্ঘ নিরুৎসাহ রাতের ক্লান্তি সয়ে নিয়ে—শুধু চায় বোনটিকে শান্ত ঘুমে রক্ষা করতে। কবির ভাষায়—

“তুই ঘুমো—দেখি শান্ত হয়ে ঘুমো।
শিশিরে লাগেনি তার চুমো...”^{১৮}

এখানে সম্পর্কের গভীরতা প্রকাশ পায়, কোনো জোরালো উচ্চারণ নয়— বরং রক্ষার নীরব সংকল্পে। কিশোর পাঠকের কাছে এই কবিতা পৌঁছে দেয়— পারিবারিক মমতার শিক্ষণীয় আদর্শ, আত্মত্যাগের নৈতিকতা ও ভালোবাসার নীরব ও মহৎ রূপ। এ যেন গভীর মানবিকতার কোমল আলোয় আলোকিত এক কাব্যদৃশ্য।

১৭. ‘বৃদ্ধের স্বভাবে’ : বয়স, স্মৃতি ও আত্মবিশ্বাসের মৃদু বেদনাময় রসায়ন : ‘অন্ধকার বারান্দা’ কাব্যগ্রন্থের ‘বৃদ্ধের স্বভাবে’ কবিতায় কবি তুলে ধরেছেন বয়সের বাস্তবতা ও স্মৃতির প্রতি বৃদ্ধ মানুষের আকুল নস্টালজিয়া। তিনি স্মরণ করেন অতীতের অমিত শক্তি ও ভোগপ্রবণতার দিনগুলি— কিন্তু বর্তমান বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে তা হয়ে ওঠে মাংসল স্মৃতির মোহ। শেষ অংশে কবি লেখেন—

“মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি

রোগা ঢাঙা বৃদ্ধ এক
তার পাতের উপরে দিব্য জমিয়েছে
মাংসের পাহাড়—
যদিও খাচ্ছে না...”^{১৯}

এই চিত্রে ফুটে ওঠে— শারীরিক অক্ষমতার সত্য, স্মৃতির দহন ও আত্মবিস্ময়ের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব। কবিতাটি যেন নীরবে প্রশ্ন তোলে—যে আজ তরুণ, সে-ও একদিন বৃদ্ধ হবে— তাই অবজ্ঞা নয়, প্রয়োজন সহমর্মিতা ও উপলব্ধির বিনয়। কিশোরদের জন্য এটি এক নৈতিক শিক্ষা—মানবজীবনের প্রতিটি বয়সই সম্মানের যোগ্য।

এই অংশে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী— ইতিহাস, স্মৃতি ও মানবিক বেদনার অন্তর্লীন পরত উন্মোচন করেছেন। পারিবারিক সম্পর্ক, স্বভূমি ও সময়ের টানে আবেগের গভীরতা দেখিয়েছেন এবং কিশোর-মানসে জাগিয়ে তুলেছেন সহমর্মিতা, স্মৃতিবোধ, শ্রদ্ধা ও মানবিক সংবেদনশীলতার চেতনা।

উপসংহার : বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কিশোরমুখী কবিতা শৈশবের আবেগকে অতিক্রম করে মানবজীবনের বৃহত্তর সত্য ও দার্শনিক বোধের দিকে যাত্রা করে। প্রকৃতি, স্মৃতি, সময়, স্বভূমি, পারিবারিক মমতা, আত্মমুক্তি, প্রতিবাদ ও মানবিক সহমর্মিতা—এই সমস্ত উপাদান তাঁর কবিতায় মিলিত হয়ে গড়ে তোলে এক নৈতিক ও মানবতাবাদী কাব্যবিশ্ব। শিশু-কিশোর পাঠকের দৃষ্টিতে এই কবিতা যেমন আনন্দদায়ী, তেমনি তা গড়ে তোলে দায়িত্ববোধ, শেকড়-চেতনা, আত্ম-সমালোচনা ও সহমর্মিতার মানসিকতা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শৈশবকে ভবিষ্যৎ মানবসমাজের নৈতিক বীজতলা হিসেবে উপলব্ধি করেছেন; তাই তাঁর কিশোর-কবিতা শুধুমাত্র সাহিত্যরসের ক্ষেত্র নয়—বরং তা হয়ে ওঠে জীবনদর্শনের পরিণত বিদ্যালয়। ফলে বলা যেতে পারে, তাঁর কাব্যসৃষ্টি শিশুমনের সঙ্গে মানবতার এক চিরন্তন সংলাপ প্রতিষ্ঠা করে এবং মানবচেতনার বিস্তৃত দিগন্তে নতুন আলো সংযোজন করে।

Reference:

১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘সোনালি বৃন্তে’, অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১৪
২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘সাক্ষ্য তামাশা’, অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১৫
৩. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘সহোদরা’, অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১৭
৪. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘মাঠের সন্ধ্যা’ অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ২৩
৫. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘বৃদ্ধের স্বভাবে’, অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ২৫
৬. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘নিজের বাড়ি’, অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১২-১৩
৭. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘নিজের বাড়ি’, অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ৩১
৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘জুনের দুপুর’, অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ৩৭
৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘চলন্ত ট্রেনের থেকে’, অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ৪৫-৪৬
১০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘আবহমান’, অন্ধকার বারান্দা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ৭২-৭৪
১১. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘খুকুর জন্য’, আজ সকালে. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১৭৯
১২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘অঞ্জলিতে ছেলেবেলা’, খোলা মুঠি. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১৮৯
১৩. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘বৃষ্টির পর’, চল্লিশের দিনগুলি. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১৫-১৬
১৪. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘ভরদুপুরে’, আর রঙ. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ২৩৬
১৫. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘পাখি’, কবিতার বদলে কবিতা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ৩৯-৪০
১৬. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘পাখি’ কবিতার বদলে কবিতা. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ২১৪
১৭. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, ‘এশিয়া’ নীলনির্জন. দে’জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১২৪

-
১৮. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, 'অমর্য গান' নীলনির্জন. দে'জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ১২৭
১৯. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, 'চিত্রমালা', ঘরদুয়ার. দে'জ পাবলিশিং, ২০২৪, পৃ. ২০১

Bibliography:

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা দে'জ পাবলিশিং, ২০২৪ কলকাতা।
কবিতা কল্পনালতা'য় আমি বিশ্বাস করি না', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সাহিত্য ক্যাফে কবি লেখক সৈয়দ হাসমত
জ্বালালকে দেওয়া সাক্ষাৎকার রবিবারের সকালবেলা ৩০ অক্টোবর ২০১১ কলকাতা।